প্রারম্ভিক কথাঃ দ্বীন ইসলামে শারীয়া'হর অবস্থান

আমরা মুসলিম, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা এবং আখেরাতের অনন্ত জীবনে জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও জান্নাত লাভের আশায় আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি। যে বা যারা নৈতিক ও আদর্শিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করে এবং বাস্তব জীবনে ইসলামী বিধিবিধান মেনে চলে তাদেরকে মুসলিম বলা হয়।

উল্লেখ্য ইসলাম অর্থ আত্মসমর্পণ করা আর মুসলিম অর্থ আত্মসমর্পণকারী। মহান আল্লাহর কাছে সম্পূর্নরূপে আত্মসমর্পণ করে বাস্তব জীবনে প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং প্রতিটি বিষয়ে আল্লাহ প্রদত্ব বিধিবিধান ও রীতিনীতি মেনে নেওয়া ও মেনে চলাই ইসলাম গ্রহনের মূলকথা। ইসলাম গ্রহনের পরেই আসে দ্বীন ও শারীয়া'হর কথা। আর বর্তমানে ইসলাম পালন করতে গিয়ে মাযহাব, মসলক, মিনহাজ, তরীকা, ইত্যাদি আরো অনেককিছুই শোনা যায়। তাই আসুন! এসব বিষয়াদি নিয়ে একটু আলোকপাত করা যাক।

দ্বীনঃ দ্বীন শব্দের শাব্দিক অর্থ প্রতিদান বা কর্মফল আর পারিভাষিক অর্থে দ্বীন হচ্ছে জীবন আদর্শ। আমাদের দুনিয়ার এ জীবন ক্ষণস্থায়ী আর আখেরাতের জীবন চিরিস্থায়ী। আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবনে আমাদের অবস্থান নির্ধারণের জন্য মহান আল্লাহ যে পদ্ধতি ঠিক করে রেখেছেন তা হলঃ **দুনিয়ার জীবনে আমরা যা করব আখেরাতে এর প্রতিদান দেওয়া হবে** আর এজন্যই একে দ্বীন বলা হয়।

আমাদের দ্বীনের নাম ইসলাম। ইসলাম মহান আল্লাহর কাছে গ্রহনযোগ্য একমাত্র জীবন আদর্শ। বাস্তব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং প্রতিটি বিষয়ে মেনে চলতে হবে শুধুই ইসলামী আদর্শ, এটাই দ্বীনের মূলকথা আর এরই নাম হানীফ পদ্ধতিতে দ্বীন পালন। ইসলাম ছাড়া আর যত আদর্শ, দর্শন, নীতিমালা বা মতবাদ রয়েছে এসবই মানব রচিত ও মনগড়া, ইসলামের বিপরীতে মনগড়া কোনোকিছু মেনে নেওয়া কুফর আর মেনে চলা কবীরাহ গোনাহ তথা মহাপাপ।

দ্বীনের মূলভিত্তিঃ দ্বীনের মূলভিত্তি তাওহীদ (বাস্তব জীবনের সকলক্ষেত্রে ও সকল বিষয়ে শুধুই এক আল্লাহর প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে নেওয়া এবং শুধুমাত্র আল্লাহর বিধান মেনে চলা) আর দ্বীনের মূলবাণী "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ"। আদম আ. থেকে মুহাম্মাদ সা. পর্যন্ত সকল নবী ও রাসূল একই দ্বীন মেনে চলেছেন। সকলেই তাওহীদের কথা বলেছেন, শিখিয়েছেন "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ"।

দ্বীনের দুটি অংশঃ দ্বীনের দুটি অংশ রয়েছেঃ ঈমান ও আ'মাল। দ্বীনের নৈতিক, আদর্শিক ও বিসশ্বাসগত দিক হচ্ছে ঈমান আর দ্বীনের অনুশিলন ও কর্ম তথা বাস্তব জীবনে মেনে চলার বিষয়সমূহ হচ্ছে আ'মাল।

দ্বীন পালনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ দ্বীন পালনের মূল উদ্দেশ্য হল মহান আল্লাহর ইবাদাত করা আর মূল লক্ষ্য আখেরাতের অনন্ত জীবনে জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও জান্নাত লাভ। এজন্য আমাদেরকে প্রকৃত মুসলিম হতে হবে আর প্রকৃত মুসলিম হতে হলে ৩ ধাপে দ্বীন পালন করতে হবে। যথা..

১. মহান আল্লাহর দেওয়া যাবতীয় তথ্যের উপর অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস রাখতে হবে এবং এর বিপরিতে অন্যকিছু বিশ্বাস করা যাবে না, করলে কুফর হবে।

২. মহান আল্লাহর দেওয়া যাবতীয় আইন, বিধান ও নীতিমালা নৈতিক ও আদর্শিকভাবে মেনে নিতে হবে এবং এর বিপরিতে অন্যকোনো দর্শন, আদর্শ, নীতিমালা, মতবাদ বা আইন ও বিধান মেনে নেওয়া যাবে না, মেনে নিলে কুফর হবে।

> **বিঃ দ্রঃ=** উপরের ২টি বিষয়কে আরবীতে বলা হয় "তাম্বদীক্ব বি-ল-জিনান" যা ঈমানের মূল বিষয়। এতে সামান্য হেরফের হলে ঈমান বিনষ্ট হয়ে যাবে আর মুসলিম ব্যক্তি মুনাফিক হয়ে চির জাহান্নামী হয়ে যাবে, তখন তার এবাদত বন্দেগী, দান-খয়রাত কোনো কাজেই আসবে না।

৩. বাস্তব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ও প্রতিটি বিষয়ে শারীয়া'হ আইন মেনে চলতে হবে।

> **বিঃ দ্রঃ=** আরবীতে একে বলা হয় "আমল বি-ল-আরকান"। এতে হেরফের হলে কবীরাহ গোনাহ হয়, এমনকিছু করলে মুসলিম ব্যক্তি ফাসিক হয়ে যায়, তার আখেরাত অনিশ্চিত হয়ে যায়, তখন হয়ত সে মাফ পাবে অথবা জাহান্নামে মেয়াদি সাজা ভোগ করতে হবে। আখেরাতে শুধু ফাসিকদের জন্যই শাফায়াতের সুযোগ থাকবে, মুনাফিকের অন্য নয়।

শারীয়াহঃ শারীয়া'হ শব্দের শাব্দিক অর্থ কর্মপদ্ধতি, কর্মসূচী, আইন, বিধান, রীতিনীতি, ইত্যাদি আর পারিভাষিক ভাবে জীবন বিধানকে শারীয়া'হ বলা হয়। বাস্তব জীবনে মেনে চলার জন্য মহান আল্লাহ আমাদের জন্য যেসব আইন, বিধান, রীতিনীতি ও কর্মসূচী তথা জীবন বিধান ঠিক করে দিয়েছে এরই নাম শারীয়া'হ। সকল নবী রাসূলের দ্বীন এক হলেও স্থান কাল পাত্র ভেদে রাসূলগণকে আলাদা আলাদা শারীয়া'হ দেওয়া হয়েছে।

> **বিঃ দ্রঃ=** ইসলামী বিধান মতে সরকার আইন প্রনয়ণে স্বাধীন হলেও সার্বভৌম নয়। সরকারকে অবশ্যই আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য মেনে নিয়ে (তথা আল-কুরআন ও সুন্নাহর মূলনীতি মেনেই) আইন প্রনয়ণ ও আইনের প্রয়োগ করতে হবে। আর এজন্যই ইসলামী বিধানে সরকার ব্যবস্থাকে বলা হয় "খিলাফাহ" তথা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতিনিধিত্বশীল সরকার।

শারীয়া'হ মূল উৎসঃ শারীয়া'হ আইনের মূলউৎস আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহ। আমাদের রাসূলের নাম মুহাম্মাদ সা. তাই আমরা যে শারীয়া'হ মেনে চলি এর নাম মুহাম্মাদী শারীয়া'হ তথা মুহাম্মাদ সা.র আনিত শারীয়া'হ।

ফিক্বহঃ ফিক্বহ অর্থ বুঝা, মর্ম উদ্ঘাটন করা, অনুধাবন করা, ইত্যাদি। শারীয়া'হ আইনের মর্ম অনুধাবন ও বিশ্লেষণে তৈরি হয়েছে ফিক্বহ। ফিক্বহের মূল দলীল চারটিঃ কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা (উম্মতের সর্বসম্মত মত) ও কিয়াস (কুরআন সুন্নাহর আলোকে পরিচালিত যুক্তি।) একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে ফিক্বহের যাত্রা শুরু হয়েছে ইমাম মালিক ও ইমাম আবু-হানীফাহ রাহিঃ থেকে।

মাযহাবঃ আরবী মাযহাব অর্থ এক্সিট বা নির্গমন আর উর্দুতে ধর্মকে বলা হয় মযহব। ফিক্বহী বিষয়ে ভিন্নমতের কারণে তৈরি হয়েছে মাযহাব। মাযহাব আসলে অনেক, এরমাঝে চারটি মাযহাব বিশেষ খ্যাতি পেয়েছে। মাযহাবের মূলভিত্তি ইমামের মতামত। একেকজন ঈমামের মতামতের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে মাযহাব। তাইতো মাযহাবগুলোকে সংশ্লিষ্ট ইমামের নামের সাথে সম্পৃক্ত করে বলা হয় অমুক ইমামের মাযহাব।

মসলক ও মিনহাজঃ মসলক ও মিনহাজ অর্থ পদ্ধতি। কোনো একক ব্যক্তি বা গোষ্টির মতাদর্শ ও কর্ম-পদ্ধতিই আমাদের সমাজে মসলক ও মিনহাজ নামে খ্যাত। কোনো ব্যক্তি বা গোষ্টির পছন্দ অপছন্দই একটি মসলক ও মিনহাজের মূলভিত্তি।

পর্যালোচনাঃ রাসূল সা. ও সাহাবাদের যুগে শুধু দ্বীন ও শারীয়া'হ মানা হত। যদিও সাহাবাগণ রাসূল সা.র অনুপস্থিতিতে মাঝে মাঝে নানা বিষয়ে নিজেরা ব্যাখ্যা করতেন বা বুঝে নিতেন কিন্তু পরবর্তীতে রাসূল সা.র কাছে এলে এর ওহী ভিত্তিক সমাধান পেয়ে যেতেন। তাই একে ফিক্বহ বলা হত না এবং তখন স্বতন্ত্র সাবজেক্ট হিসেবে ফিক্বহের জন্ম হয়নি। পরবর্তীতে হিজরী ২য় শতাব্দীর শেষের দিকে ফিক্বহের উদ্ভাবন শুরু হয় এবং ৩য় শতাব্দিতে এটা আনুষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। তবে তখনকার সময়ে মুসলিম সমাজে ফিক্বহকে শুধুই চিন্তাগত ভিন্নমত হিসেবে দেখা হত। তাই তখন ফিক্বহের ভিন্নতার কারণে মুসলিমদের জাতীয় ঐক্যে ফাটল সৃষ্টি হয়নি। আর বর্তমান সময়ে বিশেষ করে খিলাফাহ ধ্বংসের পর থেকে অনেকগুলো মসলক ও মিনহাজ গজিয়ে উঠেছে এবং এসব মসলক ও মিনহাজকে একেকটি ভিন্ন দর্শন হিসেবে মানা হচ্ছে। যেমনঃ সালাফী মিনহাজ, আহলে হাদীছ মিনহাজ, জামায়াতী মসলক, দেওবন্দী মসলক, বেরলভী মসলক, ফুলতলী মসলক, চরমোনাই মসলক, ছরদ্বীনা মসলক, তাবলীগী মসলক, ইত্যাদি।

উল্লেখ্য এসব দলের অধিকাংশই খিলাফাহ ধ্বংসের পর সৃষ্টি হয়েছে। আর বর্তমানে এসব দলকে একেকটি স্বতন্ত্র মতাদর্শ হিসেবে পালন ও পালন করা হচ্ছে। আর দ্বীন, শারীয়া'হ, ফিক্বহ, মাযহাব, মসলক, মিনহাজ ও তরিকা সম্পর্কে পরিপক্ক জ্ঞানের অভাবে অনেকেই নিজেদের মসলক, মিনহাজ ও তরিকাকে দ্বীন হিসেবে লালন ও পালন করে যাচ্ছেন।

বিশ্লেষণঃ উল্লেখিত ৮টি বিষয়ের মাঝে..

- রাসূল সা.র সময়ে শুধু দ্বীন ও শারীয়া'হ ছিল, অন্যকিছুই ছিল না। রাসূল সা. এবং সাহাবাগণ শুধুই দ্বীন ও শারীয়া'হ মেনে চলেছেন। তখন যদিও শারীয়া'হ বিশ্লেষণ ছিল তবে যেহেতু রাসূল নিজে বিশ্লেষণ করেছেন তাই এটাও শারীয়া'হ হয়ে গেছে। আর রাসূল সা.র অনুপস্থিতিতে সাহাবাগণ মাঝে মাঝে শারীয়াহ বিশ্লেষণ করলেও পরবর্তীতে নবী সা.র কাছে গিয়ে সঠিক সমাধান জেনে নিয়েছেন, এজন্য উনাদের এ বিশ্লেষণকে ফিক্বহ বলা হয় না। আনুষ্ঠানিকভাবে স্বতন্ত্র সাবজেক্ট হিসেবে ফিক্বহ স্বীকৃতি পেয়েছে ২য় হিজরির শেষের দিকে ইমাম আবু-হানীফাহ ও ইমাম মালিক রাহি.র সময়ের পর থেকে।
- রাসূল সা.র ইন্তেকালের পর শুরু হয়েছে শারীয়া'হ বিশ্লেষণ আর এ বিশ্লেষণ যেহেতু ওহী ভিত্তিক ছিল না তাই সঙ্গত কারণেই এতে ভিন্নমত তৈরি হয়েছে। সাহাবী ও তাবেয়ীগণের যুগে এ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল
- তারপর (হিজরী ২য় শতাব্দীর শেষের দিকে এবং ৩য় শতাব্দীতে) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইমামগণের মতামত ভিত্তিক মাযহাব।
- বর্তমানে তৈরি হয়েছে মসলক, মিনহাজ ও তরিকা। আজকাল সর্বত্রই মসলক ও মিনহাজের ছড়াছড়ি। এমনকি অনেক মানুষ মসলক ও মিনহাজ ভিত্তিক আক্বীদাহ ও পথ বানিয়ে এটাকেই দ্বীন হিসেবে পালন করছেন। বর্তমানে প্রচলিত অধিকাংশ মসলক বা মিনহাজই তৈরি হয়েছে বিগত শতাব্দীতে খিলাফাহ ধ্বংসের পর।
- এসব বিষয় যথাযথভাবে অনুধাবন, প্রতিটি বিষয়ের সঠিক অবস্থান নির্ণয় ও সঠিক পথ বাছাই করে সঠিক দ্বীন মেনে চলার পথ সুগম করতে আপনাদেরকে সাহায্য করার জন্যই আমাদের এ সিলেবাস; "ডিপলমা ইন শারীয়া'হ"
- আমরা এ কোর্সকে তথ্য ও গবেষণা এ দুটি অংশে বিন্যস্ত করেছি। এ কোর্সের প্রথম ভাগে শারীয়া'হ বিষয়ক তথ্য তথা ফরজে আইন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হবে আর দ্বিতীয় অংশটি হবে গবেষণা মূলক।

বিষয়টিকে আরো সহজভাবে বুঝার জন্য টেবিল আকারে উপস্থাপন করা হল

	পরিভাষা	অর্থ	পরিচিতি	নাম	মূল ভিত্তি/উৎস
১	**দ্বীন**	প্রতিদান, আদর্শ, বিধান, মতবাদ	দ্বীন হচ্ছে আল্লাহর কাছে গ্রহনযোগ্য একমাত্র জীবন আদর্শ যার বিস্তৃতি দুনিয়া ও আখেরাত	আমাদের দ্বীনের নাম ইসলাম	দ্বীনের মূল ভিত্তি তাওহীদ
২	**শারীয়া'হ**	আইন, বিধান, নীতিমালা, চলার পথ	শারীয়া'হ হচ্ছে রাসূলের আনীত জীবন বিধান; দুনিয়ার জীবনে মেনে চলার আইন ও বিধান	আমাদের শারীয়া'হর নাম মুহাম্মাদী শারীয়া'হ	শারীয়া'হর মূলউৎস আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহ
				দ্বীন ও শারীয়া'হ আল্লাহ প্রদত্ব	
৩	**ফিক্বহ**	বুঝা, মর্ম উদ্ঘাটন করা,	শারীয়া'হ বিশ্লেষণ করতে তৈরি হয়েছে ফিক্বহ		কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস
৪	**ভিন্নমত**	ইখতিলাফ অপেনিয়ন্স	ইমামগণের দেওয়া ভিন্ন ভিন্ন অভিমত	প্রত্যেক ইমামের অভিমত উনার নামের সাথে সম্পৃক্ত হয়, যেমনঃ হানাফী মাযহাব	অস্পষ্ট আয়াত, আযীয ও ওয়াহিদ মানের হাদীছ, কিয়াস
				ফিক্বহ ও ভিন্নমত আসলে শারীয়া'হ বিশ্লেষণ	
৫	**মাযহাব**	নির্গমনস্থান, এক্সিট	একেকজন ইমামের অভিমতের উপর গড়ে উঠা গবেষণালব্দ পদ্ধতি	চারটি প্রসিদ্ধ মাযহাব হলঃ হানাফী, মালিকী, শাফিয়ী, হাম্বলী	ইমামগণের অভিমত
				মাযহাব হল চিন্তাগত মতপার্থক্য	
৬	**মসলক**	পথ, কর্মপন্থা	কোনো দল বা গোষ্ঠীর কর্ম পদ্ধতি	দেওবন্দী, ফুলতলী, জামায়াতী, তাবলীগী	ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মতাদর্শ
৭	**মিনহাজ**	পথ, কর্মপন্থা	কোনো দল বা গোষ্ঠীর কর্ম পদ্ধতি	সালাফী, আহলে হাদীছ	ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মতাদর্শ
৮	**তরীকা**	পথ, কর্মপন্থা	কোনো দল বা গোষ্ঠীর কর্ম পদ্ধতি	কাদিরিয়া, চিশতিয়া, মুজাদ্দিদি, নকশবন্দী	ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মতাদর্শ

বিঃ দ্রঃ= ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম তথা মসলক, মিনহাজ ও তরিকা শুধু ব্যক্তি বা গোষ্টিগত পরিচয়ের জন্য হলে ভিন্ন কথা তবে এর মাধ্যমে উম্মতের মাঝে বিভাজন বা দলাদলি সৃষ্টি করে উম্মতকে বিভক্ত করা হলে অবশ্যই এগুলো বিভ্রান্তির কারন হিসেবে গন্য হবে।

আমাদের কথাঃ আসলে ইসলাম তথাকথিত কোনো ধর্ম নয়, ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন আদর্শ। মুসলিম হিসেবে জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়ে ইসলামী বিধান মেনে নেওয়া এবং মেনে চলা আমাদের একান্ত কর্তব্য। বাস্তব জীবনের কোনো ক্ষেত্রে বা কোনো বিষয়ে নীতিগতভাবে ইসলামী বিধান মেনে না নিলে কুফর হয় আর নীতিগতভাবে মেনে নেওয়ার পর বাস্তব জীবনে মেনে না চললে পাপ হয়।

ইসলাম সর্বকালীন ও সার্বজনীন। তাই বাস্তব জীবনে মেনে চলার জন্য ইসলামী বিধানের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। এসব বিষয়ের কোনোটি অত্যাবশ্যকীয় আর কোনোটি ঐচ্ছিক। কোনোটিতে কোনো ছাড় নেই আর কোনোটিতে ছাড় দেওয়ার সুযোগ রয়েছে। কোনোটিতে অটল ও অবিচল থাতে হয় আর কোনোটি ছেড়ে দিলেও কিছু হয় না। কারণ ইসলামী বিধানের..

- কোনোটি সরাসরি আল্লাহর আদেশ, (যা অত্যাবশ্যকীয়ভাবে মেনে নিতে হয় এবং মেনে চলতে হয়)

- কোনোটি রাসূলের আদেশ (যা আবশ্যকীয়ভাবে মেনে নিতে হয় এবং মেনে চলতে হয়)
- কোনোটি রাসূলের উপদেশ, (যা মেনে নেওয়া বা মেনে চলা উত্তম)
- কোনোটি ইমামগণের অভিমত (যার সবকটিকে নীতিগতভাবে সম্মান করা উচিত)
- কোনোটি আলিম উলামার উপদেশ। (স্থান কাল পাত্র ভেদে যা পরিবর্তন হয় এবং নানা ধরণের হয়ে থাকে)

ইসলামী শারীয়া'হ আমাদের করণীয় দায়িত্বকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছে। এসবের কিছু অত্যাবশ্যকীয় আর কিছু ঐচ্ছিক। অত্যাবশ্যকীয় ভাবে পালনীয় বিষয়গুলোকে বলা হয় ফরজ বা মাকতুব আর ঐচ্ছিক বিষয়গুলোকে বলা হয় তাত্বাওয়্যু'। পরবর্তীতে ফিক্বহ শাস্ত্র বিন্যাসকালে এসব তাত্বাওয়্যু' বা ঐচ্ছিক করণীয়গুলোকে দলীলের মান ও গুরুত্ব অনুসারে সুন্নত, মুস্তাহাব ও নফল এ তিন ভাগে বিন্যস্ত করা হয়েছে। তাই ফিক্বহের পরিভাষায় আমাদের করণীয় কাজসমূহের..

- কোনোটি মেনে চলা ফরজ (যা নীতিগতভাবে না মানলে কুফর হয় আর বাস্তবে মেনে না চললে মহাপাপ হয়)
- কোনোটি সুন্নত, (যা মেনে চললে ছাওয়াব পাওয়া যায়)
- কোনোটি মুস্তাহাব, (যা করলে ছাওয়াব হয় তবে সুন্নতের চেয়ে কম গুরুত্ব রাখে)
- কোনোটি নফল (যা করলে ছাওয়াব হয় তবে মুস্তাহাবের চেয়ে কম গুরুত্ব রাখে)
- কোনোটি মুবাহ। (যা করা উত্তম নয় তবে কেউ করে ফেললে তাকে পাপী বলা যাবে না)

ইসলামী শারীয়া'হ এ সকল বিষয়কে নিজ নিজ অবস্থানে রেখে যথাযথ গুরুত্ব দিতে আদেশ দিয়েছে। তাইতো কোনো সুন্নত, মুস্তাহাব বা নফল কাজকে ফরজের মত গুরুত্ব দিলে এটা বিদয়া'ত হয়ে যায়।

তবে আজকাল আমাদের সমাজ আর ওই অবস্থানে নেই। আজকাল আমরা এ সকল বিষয়কে একত্রে মিশিয়ে তালগোল পাকিয়ে ফেলেছি এবং এর সমন্বিত নাম দিয়েছি মাসআলা। আর এসব মাসআলার ভিড়ে ফরজ, নফল ও মুবাহের সীমানা ভুলে গিয়ে দলীয় মতাদর্শ (মসলক, মিনহাজ ও তরিকা) আর আমিত্ব (ব্যক্তি পছন্দ) ধরে রাখতে এবং অন্যকে হেও করতে গিয়ে কখনো কখনো অতি সামান্য বিষয়কে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয় আর অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে অতি তুচ্ছ করে উপস্থাপন করা হয়। যে কারণে অনেক সময় আমরা ভুল বুঝি, ফলে দ্বীনের পথে চলা আমাদের জন্য কঠিন হয়ে উঠে। আর এসব কঠিন বিষয়কে সহজ করে দ্বীনের পথকে সকলের জন্য সুগম করে দিতেই আমাদের এ কোর্স "ডিপ্লমা ইন শারীয়া'হ"

চিত্রে দ্বীন, শারীয়া'হ, ফিক্বহ, মাযহাব ও মসলকের অবস্থান



চিত্র বিশ্লেষণঃ ইসলাম আল্লাহর মনোনীত একমাত্র দ্বীন তথা জীবন আদর্শ। আদম আ. থেকে মুহাম্মাদ সা. পর্যন্ত সকল নবী ও রাসূলের দ্বীন ছিল ইসলাম। তবে রাসূলগণকে ভিন্ন ভিন্ন শারীয়া'হ (জীবন বিধান) দেওয়া হয়েছে। সে মতে দ্বীন ইসলামে শারীয়া'হর সংখ্যা অনেক (প্রায় ৩১৩) আর এসব শারীয়া'হর অন্যতম একটি হলো মুহাম্মাদ সা.র আনীত শারীয়া'হ। মুহাম্মাদ সা.র আনীত শারীয়া'হ হল সার্বজনীন বৈশ্বিক শারীয়া'হ। আর অন্য সকল শারীয়া'হ ছিল অঞ্চল ও গোষ্ঠী কেন্দ্রিক।

শারীয়া'হ বিশ্লেষণে তৈরি হয়েছে ফিক্বহ আর ফিক্বহী ভিন্নমতের কারণে সৃষ্টি হয়েছে মাযহাব। তারপর কোনো ব্যক্তি বা গোষ্টির মতাদর্শ ও পছন্দ অপছন্দের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে মসলক, মিনহাজ ও তরীকা।